দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... OCT 12 1998 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’ ও বাংলাদেশের শিক্ষক

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর অনুকূল শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণের অপরিহার্যতার আলোকে সারা বিশ্বের সাথে সংগতি রেখেই ৫ই অক্টোবর বাংলাদেশে উদযাপিত হয়েছে “বিশ্ব শিক্ষক দিবস”। ইউনেস্কোর ছাব্বিশতম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী “বিশ্ব শিক্ষক দিবস” পালিত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ দিবসটি পালন করে আসছে ১৯৯৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

১৯৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা গৃহীত হওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এই জন্য যে, শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা প্রথম আন্তর্জাতিক ঘোষণা যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের ন্যায়ানুগ ও যুক্তিপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহের পরিপূরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কার্যত এ ঘোষণা সুদীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত আলোচনা, সভা এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সম্প্রদায় ও সরকারগুলোর মধ্যে পরামর্শমূলক সমঝোতার ফলশ্রুতি। ১৯৪৬ সাল থেকে এর শুরু, যখন ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে চীনা প্রতিনিধি এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, বিশ্বের শিক্ষকদের জন্য একটি সনদপত্র রচিত হওয়া প্রয়োজন; যেখানে— (ক) শিক্ষকদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত হবে, (খ) তাদের নৈতিক অবস্থান দৃঢ়তর হবে এবং (গ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকবে। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত দশম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রাথমিক মতবিনিময়ের পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, “একটি সম্মত সনদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশাকে যথাযথ গুরুত্ববহ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।”

ঘটনাপঞ্জির ধারাবাহিকতায় এভাবেই অর্জিত হয় ১৯৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর উল্লিখিত সুপারিশমালা। যা-ই হোক ১৪৫টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত শিক্ষক ও শিক্ষা সম্পর্কিত এই সুপারিশমালায় শিক্ষা ও শিক্ষক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে বলা হয়েছে যে— (ক) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত বিধায় শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, (খ) শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এটা শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সেই জন্য শিক্ষক সংগঠনসমূহকে শিক্ষার নীতি নির্ধারণে সম্পৃক্ত রাখা উচিত, (গ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে, (ঘ) শিক্ষকদের নিয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়, (ঙ) শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে এবং এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না হয়, (চ) শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত থাকতে হবে, (ছ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের পেশাগত দায়দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে এবং নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালায় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি তাদের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে ইত্যাদি।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালায় শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী তথা দেশ, জাতি ও সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব, শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, অবসরকালীন সময়ে আর্থিক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা বা আপতকালীন অবস্থায় সহায়তা ইত্যাদি প্রায় সকল বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই সুপারিশমালার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র কি? পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে শতকরা ৯০ জন ছাত্রছাত্রী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘ব্যানবেইস’ কর্তৃক ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রতি ছাত্র বা ছাত্রীর বার্ষিক ব্যয় যেখানে ২৮৪১/- টাকা সেখানে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রতি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ মাত্র ৬৯৮/- টাকা। সরকারি কলেজের প্রতি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য মাথাপিছু ব্যয় ৩৭৮৫/- টাকা এবং বেসরকারি কলেজের প্রতি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য সেখানে ব্যয় মাত্র ১৪২৬/- টাকা। অন্যদিকে ১৯৯৭ সালে ‘ব্যানবেইজের’ তথ্য অনুযায়ী (যা কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত) ক্যাডেট কলেজের এক ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় ৪৭ হাজার ১ শ’ ৭০ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের জন্য বছরে ব্যয় ২৫ হাজার ৭ শ’ ৫ টাকা। অন্যদিকে সরকারি ডিগ্রি কলেজের বিষয়ওয়ারী শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন হলেও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে ২ জন। আবার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সরকারি ডিগ্রি কলেজের নিম্নমান সহকারীর সংখ্যা ১০ জন হলেও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে সে সংখ্যা ২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা সরকারি কলেজে ১৮ জন হলেও বেসরকারি কলেজে ৯ জন মাত্র।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন উৎসব ভাতা নেই। বাড়ি ভাড়া পিয়ন থেকে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত ১০০ টাকা। এই চিত্র স্বভাবতই চমকে দেয়ার মতো। অথচ গণতন্ত্রের নীতিমালা মানতে হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্তানরা যেখানে লেখাপড়া করে জনসংখ্যা অনুপাতে সেখানে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১) এবং ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারেও এর বাইরে কিছু বলার অবকাশ নেই।

শিক্ষা, জাতির উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং দক্ষ, মেধাবী ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত জাতীয় উন্নয়ন যে সম্ভব নয় এ কথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক মেধাবী ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে তোলা। আমাদের দেশে আজকাল বেশ ঘটা করেই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার কথা বলা হচ্ছে। আমরা শিক্ষকরাও বলছি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর ও কর্মমুখী না করে এবং মেধাবী, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষাদাতা ব্যতিরেকে এ চ্যালেঞ্জ কিভাবে জাতীয়ভাবে মোকাবিলা করা যাবে? বিশেষ করে শিক্ষার সিংহভাগ দায়িত্ব পালনকারী বেসরকারি শিক্ষাখাতের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব না দিয়ে তা কিভাবে সম্ভব? এ কথা সত্য, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি শিক্ষকদেরকে বিনা আন্দোলনে এবার জাতীয় বেতনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে জন্য দেশের শিক্ষক সমাজ তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তথা শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন আরো বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপের। প্রয়োজন — (ক) ইউনেস্কো/আইএলও সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অধিগ্রহণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ, (খ) শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দান বিশেষ করে কোন বিষয়ের সিলেবাস পরিবর্তনের পূর্বে অবশ্যই ওই বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করতে হবে, (গ) শিক্ষার মান বৃদ্ধির সুস্পষ্ট পরিপন্থী বর্তমানে প্রচলিত জনবল কাঠামো প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুসরণ করা এবং (ঘ) শিক্ষকদের বিশেষ করে দেশের ৯০ ভাগ শিক্ষার দায়িত্ব পালনকারী বেসরকারি শিক্ষকদের আপদ ও অবসরকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা, (ঙ) শিক্ষকদের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ ছাড়া তাদের কাজের ধারা রীতি পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে না।

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন অকল্পনীয়। আর শিক্ষকের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ ছাড়া তা হবে সুদূর পরাহত। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি তথা শিক্ষাকে হাতিয়ার করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার প্রশ্ন হবে কল্পনাবিলাস মাত্র। এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের ধ্বনি হলঃ শিক্ষকের মর্যাদা ও প্রশিক্ষণ চাই, ইউনেস্কো/আইএলও সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চাই, বৈষম্য ও শর্তহীনভাবে ১০০ ভাগ বেতন চাই- পদোন্নতি চাই, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রশাসনের যৌথ প্রয়াসে পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করতে চাই।